সংবাদ

তারিখ 2 3 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

আইন বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া

এভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা অভিনব ও নজিরবিহীন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাজা প্রদান করে সকালে রায় ঘোষণা এবং বিকালে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করাকে অভিনব ও নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনবিদরা। সাজা মওকুফ করার মাধ্যমে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বলে মনে করছেন আইনজীবিরা। গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষমা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

ক্ষমা : অভিনব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদালতের সাবেক বিচারপতি ও সিনিয়র এডভোকেট টিএইচ খান গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ক্ষমতা সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। কিন্তু এতো তাড়াহুড়া করে এভাবে ক্ষমা করার ঘটনা দেশে কখনো ঘটেনি। তিনি বলেন, সাধারণত আদালতের সকল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করেন। নিম্ন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাজা দিলে তিনি সে রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করবেন। হাইকোর্টও তাকে সাজা দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করবেন। আপিল বিভাগও যদি তাকে সাজা প্রদান করেন, সাধারনত তার পরে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াগুলো অনুসরন করা হয়নি। সকালে নিম্ন আদালত সাজা প্রদান করলের এবং বিকালেই রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদান করলেন। বাংলাদেশে এমন ঘটনা অভিনব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এম ইনায়েতুর রহিম গতকাল সংবাদকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাজা মওকুফের সামগ্রিক বিষয়টিই একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ বিষয়টিকে আমি আইনের শাসনের পরিপন্থি মনে করি। ছাত্র-শিক্ষকদের সাজা দিয়ে পরক্ষনেই তা মওকুফ করার ঘটনায় দেশবাসীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আদৌ কি বিচার বিভাগ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছে? আইন কি তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারছে? তাদের সাজা দিয়ে তা মওকুফ করা হলেও সাজা প্রদানের মাধ্যমে তারা যে দোষী তা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।